তারিখ 18 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ত্তেফাক

জাবিতে রাতভর তল্লাশি

আটক ১০ ॥ ছাত্রলীগ কমিটি বিলুপ্ত

এই সেই অস্ত্রধারী ছাত্র

॥ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমবার দিনভর ছাত্র লীগের দু'গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনার পর গভীররাতে আজিবুর-অয়ন গ্রুপ তাদের নিয়ন্ত্রিত হল ছেড়ে পালালে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকটি হল তাদের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নেয়। গভীর রাতে তিনটি হলে তল্লাশী চালিয়ে পুলিশ ২৮ জনকে আটক করে। কিন্তু পরে ১৮ জনকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জিম্মায় ছেড়ে দেয়া হয়। হামলার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি সোহেল পারভেজ বাদী হয়ে অয়ন- আজিবুর গ্রুপের ২০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার ছাত্র লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি জাবি ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে।

দীর্ঘদিন ক্যাম্পাসের বাইরে থাকার পর গত ১৪ জানুয়ারি সভাপতি সোহেল পারভেজ ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ নাসের জনিসহ অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী ক্যাম্পাসে এসে কামালউদ্দিন হল তাদের দখলে নেয়। অয়ন গ্রুপ ঐ হল ছেড়ে বঙ্গবন্ধু হলে তাদের অবস্থান শক্ত করে। অপরদিকে আজিবুর গ্রুপ ভাসানী হলে অবস্থান নেয়। সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের গ্রুপ ক্যাম্পাসে আসলে অপর চারটি হলের ছাত্ররা তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। গত ১৬ জানুয়ারিও আজিবুর অয়ন গ্রুপ এবং সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের গ্রুপের সাথে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ জানুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি জাবি(ছাত্র লীগের ১৫শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

সোমবার রাতে ভিসি নেতৃত্বে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক শেষে রাত সাড়ে ৯ টা থেকে সাড়ে ১১ টা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু হলে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে ৫ ছাত্র লীগ কর্মীসহ ঐ হলের ২৫ জনকে আটক করে পুলিশ। ঐ হলের ছাত্র লীগ নেতা অয়ন, সবুজসহ বেশ কয়েকজন কর্মী পালিয়ে যায়। ঐ হল থেকে কয়েকটি রড-লাঠি ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। তল্লাশির সময় পুলিশ সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপরও নির্যাতন চালায় বলে ঐ হলের শিক্ষার্থীরা জানায়। রাত বারোটার দিকে পুলিশ সোহেল-জনি নিয়ন্ত্রিত কামাল উদ্দিন হলের ৭-৮ টি কক্ষে তল্লাশি চালায়। পুলিশ কামাল উদ্দিন হলে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধু হলের ১৫-২০ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীকে ঐ হলে তুলে দেয়। রাত ২ টায় পুলিশ মওলানা ভাসানী হলে তল্লাশি চালাতে ঢুকলে ঐ হলের ছাত্র লীগ নেতা আজিবুর, সৌমিরসহ বেশ কয়েকজন হলের পেছনের গেট দিয়ে পালিয়ে যায়। তবে ভাসানী হল থেকে তেমন কিছু উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। রাত তিনটার দিকে দীর্ঘদিন হলের বাইরে থাকা সোহেল- জনি গ্রুপের কর্মীরা ভাসানী হল দখলে নেয়।

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৭ টায় কামাল উদ্দিন হলের সামনে থেকে ইলহাম, জিয়া, মাহবুব নামের তিন ছাত্র লীগ কর্মীকে আটক করে পুলিশ। সোহেল-জনি তাদের নিজেদের কর্মী বলে দাবি করেছে। সকাল সাড়ে ৭ টায় জাবি ছাত্র লীগ সভাপতি সোহেল পারভেজ বাদী হয়ে আজিবুর-অয়ন গ্রুপের ২০ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে আশুলিয়া থানায় হত্যা পচেষ্টা মামলা দায়ের করে। মামলার আসামিরা হলেন-ছাত্র লীগ নেতা আজিবুর, অয়ন. আসাদ, জাবি ছাত্র লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক চিশতী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাবিব, সৌমির প্রমুখ। এদিকে হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সোমবার রাতে আটককৃত ২৮ জনের মধ্যে ১০ জনকে গ্রেফতার দেখিয়ে অবশিষ্ট ১৮ জনকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জিম্মায় ছেড়ে দিয়েছে আশুলিয়া থানা পুলিশ। আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. রফিক জানান, গ্রেফতারকৃত ১০ ছাত্র সোমবার হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল বলে তাদের আটক করা হয়েছে।

ক্যাম্পাসে ছাত্র লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার ছাত্র লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে।

এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, আগস্ট ১৯, ২০০৮-এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়-এর কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন শিরোনামের (বি) এর তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়, যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র অথবা শিক্ষক অথবা যেকোন অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী কিংবা শ্রমিক অথবা অন্য যেকোন পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যদের সমন্বয়ে কোন সংগঠন অথবা উক্ত সংগঠনের সহযোগী বা অঙ্গ সংগঠন প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ করা যাবে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের উদ্বেগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। গতকাল আসকের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ক্ষমতাসীন মহাজোটের নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে আইন-শৃংখলা ভঙ্গ এবং দলীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতি কঠোর মনোভাবের কথা উল্লেখ করে বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও এ ধরনের ঘটনা বেড়েই চলছে। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর পরই জোটনেত্রী শেখ হাসিনা দলের নেতা-কর্মীদের শান্ত ও সংযত থাকার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা দেশবাসী অত্যন্ত ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করেছিল। যদিও এর পরও দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। আইন-শৃংখলা রক্ষা এবং সন্ত্রাস দমনে সরকারের আন্তরিকতার কথা বার বার বলা হলেও পরিস্থিতির কোন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।

বর্তমান সরকার বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসার পর ক্ষমতাকে তারা দায়িত্ব হিসেবে দেখতে চান বলে যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিফলন শুধু বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কাজেও বাস্তবায়িত হবে বলে আসক আশা করে। আসক প্রত্যাশা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগেই সরকার সম্পূর্ণ দল-নিরপেক্ষ থেকে সন্ত্রাস দমন এবং দখলদারিত্ব ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিবে এবং তার কার্যকারিতা জনগণ দেখতে পাবে।

জাবিতে রাতভর

(প্রথম পৃঃ পর)

সকল কার্যক্রমের ওপর এক মাসের নিষেধাজ্ঞা জারি করে। নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হওয়ার একদিন আগে গত সোমবার উভয় গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনায় কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়।